২৩-০৯-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই শরীরের কোনো ভরসা নেই, তাই যে শুভ কাজ করতে হবে তা আজই করে নাও, কালের উপর ছেড়ে দিও না ।"

প্রশ্ন :- নিজের ভাগ্যের খাতাকে সৌভাগ্যে পূর্ণ করার যুক্তি কি ?

উত্তর :- শিববাবাকে নিজের সন্তান বা উত্তরাধিকারী করে নাও তাহলেই তিনি তোমাকে ২১ জন্মের জন্য সম্পত্তিবান করে দেবেন । ইনি এমনই একজন যিনি সকালের বাচ্চা হয়ে তাদের ভাগ্যের খাতাকে পূর্ণ করে দেন । কিন্তু কেউ কেউ আবার ভয় পায় যে সবকিছুই বোধহয় দিয়ে দিতে হবে । বাবা বলেন ভয়ের কোনো কথা নেই । তোমরা নিজের বাচ্চাদের সামলাও । তাদের পালন করো কিন্তু স্মরণ এই বাচ্চাকে করো তাহলেই তিনি তোমাদের ভরপুর করে দেবেন । যদি তোমরা এই বাচ্চার কাছে বলিহারি যাও তাহলে ইনি তোমাদের অনেক সেবা করবেন ।

ওম্ শান্তি । এই সময় সমস্ত সেন্টারে যে বাচ্চারা থাকে তারা অবশ্যই বুঝবে যে, আমরা শিববাবার মহাবাক্য শুনি । আর কোনো এমন সংস্থা নেই কেননা শাখা তো অনেকেরই আছে তারা টেপও রেকর্ড করে, যেখানে তাদের হেড অফিস, যেখানে গুরুরা থাকে, তারা তাদেরই স্মরণ করে । তোমরা ছাড়া আর কেউই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে না । এই সঙ্গমের সময়ই পারলৌকিক বাবা আসেন, বাচ্চাদের এসে তিনি তাঁর পরিচয় দেন, বাচ্চারাও নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে সেই সুরেই মগ্ন থাকে । পরমপিতা পরমাত্মা এই সময়ই মুরলী চালান । শাস্ত্রেও আছে যে কৃষ্ণ মধুবনে মুরলী বাজাতেন । মুখ্য মধুবন একই জায়গায়, বাকি সব জায়গায় মুরলী যায় । মানুষের বুদ্ধিতে তো এইকথা আছে যে কৃষ্ণ মুরলী বাজাতেন । শিববাবা মুরলী চালান - এইকথা কারোর বুদ্ধিতেই কখনো আসে না । এ কেউই জানে না । যেখানে যেখানে তোমাদের সেন্টার খোলে সেখানে তারা বুঝতে পারে যে ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবার মুরলী বাজে । যা সব জ্ঞান গঙ্গারা শুনে অন্যকে শোনায় । বুদ্ধিতে তো শিববাবার কথা স্মরণ থাকে, তাই না । শিববাবা, যাকে ভগবান বলা হয় । শিববাবা মুরলী শোনান এইকথা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই । তোমরা বাচ্চারা যেখানেই থাকো না কেন, তোমরা বুঝতে পারো, এই মুরলী যা ছেপে এসেছে তা শিববাবারই । শিববাবা ছাড়া কেউই শেখাতে পারবেন না । বাবাই বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো, আমিই তোমাদের আশীর্বাদী বর্সা দেবো । বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন যে আমাকে স্মরণ করো, আর কোনো নাম বা রূপকে স্মরণ করো না । সাকার মানুষের ফটো ইত্যাদি তো জন্ম - জন্মান্তর ধরে একত্রিত করে এসেছো, উপাসনাও করে এসেছো । দেবতাদের চিত্র রাখা এ সবও তোমাদের ছেড়ে যায় । ভক্তিমার্গে আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে থাকে । শরীরকে তো মানুষ তখন স্মরণ করে যখন সে দেহ - অভিমানী থাকে । বাবা প্রতি মুহূর্তে বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । আত্মা তো পতিত দুঃখী হয়ে আছে । আত্মা বলে যে আমরা একসময় মহারাজা ছিলাম এখন গরীব হয়ে গেছি । তোমাদের এখন স্মৃতি জাগরিত হয়েছে, আমরা বাবার সন্তান । বাবার থেকে আমরা আশীর্বাদী বর্সা পেয়েছিলাম । এখন বাবা বলেন, সবাইকে বাবার পরিচয় দাও । এর থেকে শুভ কাজ আর হয় না । এই শুভ কাজে দেরী করা উচিত নয় । শরীরের ওপর তো কোনো ভরসা নেই । না না যুবক না বৃদ্ধদের, তাই যা করতে হবে তা আজই করা উচিত । আজ - কাল করতে করতে কালই খেয়ে ফেলবে । বাবা কতো বড় হসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি খুলেছেন,

যেখানে স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং খুশী পাওয়া যায় । স্বাস্থ্য আর সম্পদ থাকলে সুখ থাকবেই থাকবে । কায়া যদি নিরোগী থাকে আর অর্থ যদি থাকে তাহলে মানুষ সুখী থাকে । তাই বাবা বলেন, যার শুভ কার্য করার ইচ্ছা, এখন করে নাও । কেবল তিন পদ জমি নিয়ে এই হসপিটাল খোলো । সবাইকে বাবার পরিচয় দাও । বাবা যেহেতু স্বর্গের রচয়িতা তাহলে অবশ্যই বাবার থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া উচিত । ভারতবাসীদেরই এই আশীর্বাদী বর্সা ছিলো । এই কথা ভারতবাসী সহজেই বুঝতে পারবে । ভগবানকে খোঁজার জন্য মন্দির আছে । আর্যসমাজী লোকেরা তো দেবতাদের মানেই না, তাই তারা ভাবে, এই চিত্র ইত্যাদি যা বানানো হয়েছে, সবই পাখণ্ড । বিঘ্ন তো অনেকই আসবে । বোঝানো তো খুবই সহজ । বাবার আদেশ হলো – খুব তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ হও, এই বন্ধন হলেই তোমরা আশীর্বাদী বর্সার অধিকারী হতে পারবে ।

বাবা হলেন রুহানী সার্জন, তোমরা নিজেদের তাঁর বাচ্চা বলো, তাই তোমরাও হলে সার্জন । অবশ্যই আত্মাদের এই জ্ঞানের ইনজেকশন দিতে হবে । মনমনাভব । এ হলো বড়র থেকেও বড় ইনজেকশন । বাবার স্মরণেই সব দুঃখ দূর হয়ে যায় । যোগের দ্বারা পুণ্য আত্মা হয়ে যাও । যোগই হলো একমাত্র ওষুধ । বাচ্চা জন্মায়, বাবার কোলে যায় আর এই আশীর্বাদী বর্সার অধিকারী হয়ে যায় । তোমরা এখন জানো যে আমরা বেহদের বাবার থেকে স্মরণের দ্বারা এই আশীর্বাদী বর্সা নিই । এই স্মরণেই অনেক প্রকারের বিঘ্ন আসে তাই এই স্মরণকে পাকা করতে থাকো । কেবল তিন পদ পৃথিবী নিয়ে এই হসপিটাল খোলো । এ তো তিন পা, তাই না । না হলে এমন উচ্চ কলেজের জন্য তো ৫০–৬০ একর জমি হওয়া উচিত, যেখানে অনেক মানুষ এসে পড়তে পারে । জ্ঞান ইনজেকশন লাগাতে থাকে । এই গায়ন আছে যে, পৃথিবীর তিন পদ জমি পেলো না অথচ বিশ্বের মালিক হয়ে গেলো । তোমরাই তো এই বিশ্বের মালিক হও । তিন পদ পৃথিবী কোনো বড় কথা নয়, তারপর আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে । ভিত তৈরী হওয়ার পর কতো সেন্টার খুলে গেছে । কতো মানুষ কড়িতুল্য থেকে হীরেতুল্য হয়ে যায় । যারা এই কাজ করে তাদেরও অনেক লাভ । অনেকের কল্যাণের জন্যই হসপিটাল বা কলেজ খোলা হয় । এও তেমনই, তোমরা বাইরে বোর্ড লাগিয়ে দাও । স্বাস্থ্য এবং সম্পদের ক্লিনিক সুদূর ২১ জন্মের জন্য । হিন্দীতে বলা হবে, ১০০ শতাংশ পবিত্রতা, সুখ শান্তির চিকিৎসালয় । কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে সেবা করার শখ নেই । কুটুম্ব ইত্যাদির জালকে মাকড়সার জাল বলা হয়, এই জালে নিজেই ফেঁসে যায় । বাবা এসে এই রাবণ রূপী মাকড়সাকে এই জাল থেকে বের করেন । সত্যযুগে এমন কথা বলা হবে না । এখানে নিজেই নিজের জালে ফেঁসে মরে । এ তো হলো রাবণ রাজ্য । সারা সৃষ্টিতে রাবণের কতো বড় বড় জাল বিছানো আছে । সকলেই শোক বাটিকায় বসে আছে । এই রাবণের জালে সমস্ত সাধু – সন্ত ইত্যাদি ফেঁসে রয়েছে । এখন বাবা বলছেন এই সবকিছুকে ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো আর সবাইকে এই রাস্তা বলতে থাকো । এই সৃষ্টি চক্রের রহস্য দ্বিতীয় কেউই আর বলতে পারে না । বাবা বলেন যে এই সবকিছুকে ছেড়ে এক আমাকে স্মরণ করো । এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের সব পাপ দূর হবে । এই শুভকাজে দেরী করা উচিত নয় । উদাহরণও দেওয়া হয় যে দেরী করতে করতে মরে গেলো । তারপর আত্মা যখন তার কর্মের ফল ভোগ করে তখন খুব কাঁদতে থাকে । তখন বলা হয়, দেখো , তুমি দেরী করে ফেলেছো । আজ – কাল করতে করতে কালে খেয়ে নিয়েছে । এখন এই জ্ঞান তো ধারণ করতে পারো না । এমন এমন নির্দেশ দেওয়া হয় । অনেক বাচ্চারা ভাবে, আচ্ছা কাল এটা করে নেবো, কিন্তু তার আগেই মৃত্যু আসে তাই বোঝানো হয় যে এই মমত্ব ছেড়ে দাও । লৌকিক সম্বন্ধী তোমার কোনো কল্যাণই করবে না । এই শিববাবা এখন তোমাদের সন্তান হয়ে যান । তিনি বলেন, তোমরা আমাকে তোমাদের উত্তরাধিকারী

করো, তাহলে আমি তোমাদের অনেক সেবা করবো, তাই বাবা জিজ্ঞেস করেন – তোমাদের কজন সন্তান ? আমি, এই শিবকে যদি নিজের বাচ্চা বানাও তাহলে আমি তোমাদের ভরপুর করে দেবো, ২১ জন্মের জন্য । কন্যা তো নিজের ঘরে যায় । বাচ্চার জন্য কত চিন্তিত হয় । বাচ্চা না হলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করে নেয় । বাবা বলেন, এই লৌকিক বাচ্চা তোমাদের কিছুই সেবা করবে না । এই একমাত্র সবার বাচ্চা হয়, সবার ভান্ডার ভরপুর করে দেয় । কিন্তু কেউ কেউ আবার ভয় পায় যে সবকিছু দিতে হবে । তখন কি হবে । বাবা বলেন তোমাদের সন্তানদের পালন তো করতেই হবে । কিন্তু স্মরণ এই বাচ্চাকেই করো । এই বাচ্চা তো তোমাদের ভরপুর করে দেবে । কাশীর মন্দিরে গিয়ে বলি চড়ে । মনে করে শিবের কাছে বলিহারি গেলে জীবনমুক্তি পাওয়া যাবে । বাস্তবে তা এখনকারই কথা । কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে গেছে । তোমরা যদি এই বাচ্চার কাছে বলিহারি যাও তাহলে এ তোমাদের অনেক সেবা করবে, স্বর্গে মহল দিয়ে দেবে । ওই বাচ্চা তো কিছুই করবে না, করেও ব্রাহ্মণ ইত্যাদিদের খাওয়াবে । মানুষ দান পুণ্য যা কিছুই করে তা নিজেদের জন্যই করে থাকে । তাই এই হসপিটাল খোলা অনেক পূণ্যের কাজ । বিত্তবান লোকেরা তো ১০ থেকে ১৫ টা পর্যন্ত হসপিটাল খুলতে পারে । এই টাকা পয়সা ইত্যাদি সবই শেষ হয়ে যাবে । তোমরা ভাড়ায় বাড়ি নিয়ে ৫০ হাজার টাকায় ৫০ হসপিটাল খুলতে পারো । তারপর তারা নিজে থেকেই তৈরী হতে থাকবে । বাবা সেবার কতো সহজ যুক্তি বলেন । গঙ্গার পাড়ে গিয়ে সেবা করো । নিজের পিঠে বাবার পরিচয় লাগিয়ে দাও । এমনিতেই পড়তে থাকবে । দেহ – অভিমান ত্যাগ করতে হবে । কোনো বিত্তবান যদি এমন করে তাহলে সবাই বলবে....বাহ । এর তো একদমই দেহ অভিমান নেই । বাবার পরিচয় দিতে হবে । বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । তাহলে আমরা কেন এই নরকে আছি । এখন বাবা এসেছেন – তিনি বলছেন দেহের সব সম্বন্ধ ছেড়ে এক বাবাকে স্মরণ করো । ভারত কিভাবে স্বর্গ থেকে নরক হয়েছে ? লক্ষ্মী নারায়ণ কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছে, এসো আমরা সেই কথা শোনাই । তখন অনেকেই একত্রিত হবে । পতিত পাবনী গঙ্গাকেও বলা হয় আবার যমুনাকেও বলা হয় । আচ্ছা অন্তত পক্ষে একজনকে তো ধরো ।

এখন তোমরা বাচ্চারা যখন জেনেছ তখন অবশ্যই তোমাদের বোঝাতে হবে । যদি অন্যকে আলোর সন্ধান দিতে না পারো তাহলে কে বলবে যে এর বুদ্ধিতে জ্ঞানের আলো আছে । সার্জন যদি ইনজেকশন না দিতে পারে তাহলে তাকে সার্জন কে বলবে ? তোমরা বাচ্চারা সমস্ত জ্ঞান পেয়েছো । ৮৪ জন্মের রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । তোমরা এই নাটক আর অভিনেতাদের অভিনয়কে জানো । উঁচুর থেকে উঁচু অভিনয় একমাত্র বাবার । তিনি বাচ্চাদের সাথে এই অভিনয় করেন । তোমরাই ভারতকে স্বর্গ বানাও । কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত, অপরিচিত উগ্রতাহীন শিবশক্তি সেনা । তাদের সব বিষয়ই লৌকিক । কতলোক কুম্ভের মেলায় যায় । এখানে দেহের কোনো বিষয় নেই । তোমরা উঠতে – বসতে, চলতে – ফিরতে এই যাত্রায় আছো আর এই স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমরা পবিত্র হও । বাবা বলেন যে, তোমরা কর্ম করাকালীনও শিববাবাকে স্মরণ করো । দুনিয়ার মানুষ বলে দেয়, সবার মধ্যেই পরমাত্মা আছে । তফাত তো হয়ে গেলো, তাই না । বাবা বলেন, যেখানেই থাকো, আমাকে স্মরণ করো । আর এই সেবাও করা উচিত । মন্দিরে অনেক ভক্ত যায় । এই ছবি পিঠে লাগিয়ে নাও আর বাবার পরিচয় দিতে থাকো । যুক্তি তো অনেকই বলা হয় । তোমরা শ্মশানে গিয়েও বোঝাও । নিরাকার বাবার মহিমা আর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা । এখন বলো যে গীতার ভগবান কে ? সাথে ছবিও রাখো । তোমরা অনেক সেবা করতে পারো । কোনো মেয়েরা বা কুমারীরা করলে বলা হবে যে অহো সৌভাগ্য । কন্যা তো সবথেকে ভালো । কন্যাদের কানাইয়া বাবা

হলেন নিরাকার । কানাইয়া কিন্তু কৃষ্ণ ছিলেন না, তিনি হলেন বাবা । বাবার চিন্তা হয় যে বাচ্চাদের কিভাবে শেখাবো । আগের কল্পেও নাটকের নিয়ম অনুসারে এমনভাবে বুঝিয়েছিলাম, এখন আবার বোঝাচ্ছি । তাই তোমাদেরও অন্ধের লাঠি হতে হবে । যে বাচ্চারা পরিচয় পায় তারা আবার কাল অন্যদের নিয়ে আসে । তাদেরও পুণ্য হয় । নিজের কাছে হিসাব রাখো । যা করবে, ফল তো পাবেই । কাউকে নিয়ে এলে তারও অনেক কল্যাণ হয়ে যায় । এই কাজে বাচ্চাদের অনেক অ্যাটেনশন রাখা উচিত । সেবা না করলে কি পাবে ? সেবা ....সেবা আর সেবা । তোমরা বলো, আমরা ঈশ্বরীয় সেবায় আছি । ঘরের কাজও অবশ্যই করো ।

বাবা শিক্ষা দেন, বাচ্চাদের কখনোই বিকারে যেতে দিও না । যদি তারা তোমাদের আজ্ঞা না মানে তাহলে তাদের নির্দেশ পালনকারী বলবে না । যদি তাদের অর্থ দিলে সেই অর্থে পাপ কাজ করে ফেলে তাহলে তার দণ্ড তোমাদের ওপরও আসবে । বাবা তো রায় দেন, তাই না । কিন্তু অনেকেই আছে যারা করে পিছনে বলতে থাকে । তাই বাচ্চাদের এই সেবার জন্য অনেক যুক্তি বলে থাকি । বাচ্চারা, তোমাদের এই কাজই করতে হবে । ট্রেনেও এই সেবা করতে থাকো তাহলে বাবাও খুশী হবেন আর তোমরা ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য সদা সুখের বর্সা পেয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মায়া যে বড় জাল বিস্তার করেছে, এখন বাবার স্মরণে সেই জাল থেকে মুক্ত হতে হবে । শুভ কার্যে লেগে যেতে হবে । কোনো দেহধারীর জালে ফেঁসে যেও না, সবার থেকেই মমত্ব দূর করতে হবে ।

২) জ্ঞানের যে আলো পেয়েছ তা সবাইকে দিতে হবে । দেহ - অভিমান ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা সেবা করতে হবে । অন্ধের লাঠি হতে হবে ।

বরদান :- ভালো সংকল্প রূপী বীজের দ্বারা ভালো ফল প্রাপ্ত করে সিদ্ধি - স্বরূপ আত্মা হও ।

সিদ্ধি - স্বরূপ আত্মার প্রত্যেক সংকল্প নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি সিদ্ধ হয় । তার সমস্ত কর্মেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । তারা যা বলে তাই সিদ্ধ হয়ে যায় তাই সত্য বচন বলা হয় । সিদ্ধি সরুপ আত্মাদের প্রতি সংকল্প, বাণী আর কর্ম সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত হয়, ব্যর্থ হয় না । যদি সংকল্প রূপী বীজ খুব ভালো হয় কিন্তু ফল ভালো না হয় তাহলে ধারণার ধরণী ঠিক নয় অথবা অ্যাটেনশনের সাবধানতাতেও কম আছে ।

স্লোগান :- দুঃখের ঢেউ থেকে মুক্ত হতে হলে কর্মযোগী হয়ে সব কর্ম করো ।